



65635 - এদের উপর করি রোজা পালন ওয়াজবি এবং রোজার কাযা করা অপরিহায়?

প্রশ্ন

যে শিশু বালগে হওয়ার আগে থেকে রমজানের রোজা পালন করত। রমজান মাসেরে দিনেরে বেলোয় সবে বালগে হল। তাকে কিসেই দিনেরে রোজা কাযা করত হবো? একইভাবে রমজান মাসে দিনেরে বেলো যে কাফরে ইসলাম গ্রহণ করল, যে নারী হায়ে থেকে পবতির হল, যে পাগল জ্ঞান ফরিরে পলে, যে মুসাফরি রোজা না-রাখা অবস্থায় স্বগৃহে ফরিরে আসল, যে অসুস্থ ব্যক্তি রোজা ছলি না, কনিতু সবে সুস্থ হয়ে উঠল - এ সমস্ত ব্যক্তির জন্য সেই দিনেরে বাকি অংশ রোজাভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বরিত থাকা ও সদেরে রোজার কাযা আদায় করা কি ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদেরে সবার ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে আমরা আলমেগণেরে মতভদে ও তাদরে বক্তব্য (49008) নং প্রশ্নেরে উত্তরে উল্লেখ করছে।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদেরে দুটি গ্রুপে ভাগ করা যতে পারে :

১) কোন শিশু যদি বালগে হয়, কোন কাফরি যদি ইসলাম গ্রহণ করে, কোন পাগল যদি জ্ঞান ফরিরে পায়- তবে তাদরে সবার হুকুম এক। সটে হল- ওজর বা অজুহাত চল যেওয়ার সাথে সাথে দিনেরে বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী সমস্ত মুফাত্তরিত হতে বরিত থাকা ওয়াজবি। কনিতু তাদরে জন্য সেই দিনেরে রোজা কাযা করা ওয়াজবি নয়।

২) অপরদিকে হায়েগ্রস্তু নারী যদি পবতির হয়, মুসাফরি ব্যক্তি যদি স্বগৃহে ফরিরে আসে, অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভ করে- এদেরে সবার হুকুম এক। এদেরে জন্য রোজা ভঙ্গকারী মুফাত্তরিত হতে বরিত থাকা ওয়াজবি নয়। কারণ বরিত থাকাতে তাদরে কোন লাভ নই। যহেতু সেই দিনেরে রোজা কাযা করা তাদরে উপর ওয়াজবি।

প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রুপেরে মধ্যে পার্থক্য:

প্রথম গ্রুপেরে মধ্যে তাকলফিরে তথা শরয়ি ভার আরোপেরে সকল শর্ত পাওয়া গছে। শর্তগুলো হছে- বালগে হওয়া, মুসলমি হওয়া ও আকল (বুদ্ধি) সম্পন্ন হওয়া। যখন থেকে তাদরে উপর শরয়ি ভার আরোপ সাব্যস্ত হছে তখন থেকে মুফাত্তরিত তথা রোজা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বরিত থাকা তাদরে উপর ওয়াজবি; কনিতু সেই দিনেরে রোজা কাযা আদায় করা তাদরে উপর



ওয়াজবি নয়। কারণ যখন থেকে তাদের উপর মুফাত্তরিত (রোজা ভঙ্গকারী বিষয়) হতে বরিত থাকা ওয়াজবি হয়েছে তখন থেকে তারা তা থেকে বরিত থেকেছে। এর আগে তো তারা রোজা পালনরে ব্যাপারে মুকাল্লাফ (ভারপ্রাপ্ত) ছিল না।

পক্ষান্তরে, দ্বিতীয় গ্রুপটি সিয়াম পালনরে ব্যাপারে আইনতঃ মুকাল্লাফ ছিল। তাই তা পালন করা তাদের উপর ওয়াজবি ছিল। তবে তাদের শরয়িত অনুমোদতি ওজর থাকায় তাদেরকে রোজা না-রাখার বৈধতা দয়া হয়েছে। এ ধরনের ওজর হচ্ছে-
হায়যে, সফর ও রোগ। এসব ওজররে কারণে আল্লাহ্ রোজার বধিান তাদের জন্য কিছুটা সহজ করছেন এবং রোজা না-থাকা তাদের জন্য বৈধ করছেন। উল্লেখতি ওজরগ্রসত ব্যক্তি রমজানরে দিনরে বলায় ব-রোজদার থাকাতে এ মাসরে পবতিরতা বনিষ্টকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে না। যদি রমজানরে দিনরে বলায় তাদের ওজর দূর হয়ে যায় তবুও দিনরে বাকী সময়টা রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বরিত থাকাতে তাদের কোন লাভ নই। কারণ রমজান মাসরে পরে তাদেরকে সেই দিনরে রোযা কাযা করতে হবে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ বলছেন:

“যদি কোন মুসাফরি রোজা না-রাখা অবস্থায় স্বগৃহে ফরি আসে তবে তার জন্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বরিত থাকা ওয়াজবি নয়; দিনরে বাকী সময়ে পানাহার করা তার জন্য বৈধ। যহেতু তাকে এই দিনরে রোজা কাযা করতে হবে। তাই এই দিনরে অবশিষ্টাংশে পানাহার থেকে বরিত থেকে কোন লাভ নই। এটাই সঠিক মত। এটি ইমাম মালকে, ইমাম শাফয়ীর অভিমত এবং ইমাম আহমাদ থেকে দুইটি বর্ণনার একটি। তবে সে ব্যক্তির প্রকাশ্যে পানাহার করা উচি নয়।” সমাপ্ত [মাজমু ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৫৮ নং প্রশ্ন)]

তনি আরও বলেন:

“কোন হায়যেগ্রসত নারী অথবা নফিসগ্রসত নারী দিনরে বলায় পবতির হলে তাদের জন্য রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে বরিত থাকা ওয়াজবি নয়। তনি পানাহার করতে পারনে। কারণ তার বরিত থাকায় কোন লাভ নই। যহেতু সেই দিনরে রোজা তাকে কাযা করতে হবে। এটি ইমাম মালকে, ইমাম শাফয়ীর অভিমত ও ইমাম আহমাদ থেকে বর্ণতি দুইটি অভিমতরে একটি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি হয়েছে যে, তনি বলেন:

من أكل أول النهار فليأكل آخره

“দিনরে প্রথম অংশে যে ব্যক্তি খয়েছে দিনরে শেষে অংশেও সে খতে পারে।” অর্থাৎ যার জন্য দিনরে প্রথম অংশে রোজা ভঙ্গ করা জায়যে তাঁর জন্য দিনরে শেষে অংশেও রোজা ভঙ্গ করা বৈধ।” সমাপ্ত [মাজমু ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৫৯) নং প্রশ্ন)]

শাইখ উছাইমীনকে আরও প্রশ্ন করা হয়েছিল:



যে ব্যক্তি রমজান মাসের দিনে বেলোয় শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙেগছে ওজর দূর হয়ে যাওয়ার পর সবে দিনে বাকি সময়ে পানাহার করা কিতার জন্য জায়যে হববে?

তিনি উত্তরে বলেন:

“তার জন্য পানাহার করা জায়যে। কারণ সবে শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙেগ করছে। শরিয়ত অনুমোদিত ওজরের কারণে রোজা ভঙেগ করায় তার ক্ষতেরে রমজানের দবিসরে পবতিরতা রক্ষা করার দায়তিব থাকে না। তাই সবে পানাহার করতে পারে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি রমজান মাসের দিনে বেলোয় কোন শরয়ি ওজর ছাড়া রোজা ভঙেগ করছে তার অবস্থা ভিন্। তার ক্ষতেরে আমরা বলব: দিনে বাকি অংশে রোজা ভঙেগকারী বযিয় থেকে বরিত থাকা তার জন্য ওয়াজবি। যদিও এ রোজার কাযা পালন করাও তার উপর ওয়াজবি। এই মাসয়ালা দুইটির পার্থক্যেরে ব্যাপারে সতরক থাকা বাঞ্ছনীয়।” সমাপ্ত। [মাজমু ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৬০) নং প্রশ্ন]

তিনি আরও বলেন:

“সযিয়াম বযিয়ক গবষণাপত্রে আমরা উল্লেখ করছে যবে, কোন নারীর যদি হায়যে হয় এবং (রমজান মাসে) দিনে বেলোয় তিনি পবতির হন তবে সেই দিনে বাকী অংশে তাকে পানাহার থেকে বরিত থাকতে হববে কি- এ ব্যাপারে আলমেগণ মতভদে করছেনে।

আমরা বলব: এ মাসয়ালায় ইমাম আহমাদ রাহমিহুল্লাহ থেকে দুটি অভিমিত বরণতি হয়ছে। ইমাম আহমাদ থেকে সর্বজনবদিত মত হল- দিনে বাকি অংশে রোজা ভঙেগকারী সমস্ত মুফাত্তরিত থেকে বরিত থাকা সবে নারীর উপর ওয়াজবি। সুতরাং সবে পানাহার করবে না।

দ্বিতীয় মত হছে- তার জন্য মুফাত্তরিত থেকে বরিত থাকা ওয়াজবি নয়। তাই পানাহার করা তার জন্য জায়যে। আমরা বলব: এই দ্বিতীয় মতটি ইমাম মালকে ও ইমাম শাফয়েি (রাঃ) এরও অভিমিত। এটি ইবনে মাসউদ রাদয়্যাল্লাহু আনহু থেকেও বরণতি। তিনি বলেন:

من أكل أول النهار فليأكل آخره

"যে ব্যক্তির জন্য দিনে প্রথম অংশে খাওয়া বধৈ তার জন্য দিনে শেষে অংশেও খাওয়া বধৈ।"

আমরা আরও বলব ভিন্ মত আছে এমন মাসয়ালায় ক্ষতেরে তালবি ইলমরে কর্তব্য হল দললিগুলো বচির-বশিলষণ করা এবং তার কাছ যবে মতটি অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয় সবে মতটি গ্রহণ করা। আর দললি যহেতু তার পক্ষেরে রয়েছে সহেতু ভিন্ মতাবলম্বীর ভিন্ মতেরে প্রতিল্বিক্ষপে না করা। কারণ আমরা রাসূলকে অনুসরণ করার ব্যাপারে আদষ্টি। এ বযিয়ে আল্লাহ বলেন:



وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

"যে দনি তাদরেককে ডেকে বলবনে: তোমরা রাসূলগণকে কি জিওয়ার দয়িছেলি?" [২৮ সূরা আল-ক্বাস্বাস্ব : ৬৫]

ভিন্ন মতাবলম্বীগণ একটা সহহি হাদসি দয়িে দললি দয়ে। সটো হচ্ছ- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দনিরে মধ্যভাগে 'আশুরা'-র রোজা পালনরে আদশে দয়িছেলিনে। তখন সাহাবীরা দনিরে বাকি অংশ রোজা-ভঙ্গকারী বিষয় থেকে বরিত থেকেছেন। আমরা বলব, এই হাদসিে তাদরে পক্ষ্যে কোনে দললি নহে। কারণ 'আশুরা'-র রোজা পালনরে ক্ষত্রে 'প্রতবিন্ধকতা দূর হওয়া' (হায়যে, নফিস, কুফর ইত্যাদি)-র কোনে ব্যাপার ছলি না। বরং সক্ষেত্রে 'নতুন ওয়াজবি দায়তিব বর্তানোর' ব্যাপার ছলি।

'প্রতবিন্ধকতা দূর হওয়া' ও 'নতুন ওয়াজবি দায়তিব বর্তানোর' মধ্যে পার্থক্য রয়ছে। 'নতুন ওয়াজবি দায়তিব বর্তানোর' অর্থ হল- য়ে কারণে কোনে বধিান আবশ্যকীয় হয় সয়ে কারণ উপস্থতি হওয়ার আগে সয়ে হুকুমটি সাব্যস্ত হয় না। পক্ষ্যান্তরে 'প্রতবিন্ধকতা দূর হওয়ার' অর্থ হল- বধিান সাব্যস্ত আছ; কনিতু প্রতবিন্ধকতা থাকায় সটো বাস্তবায়ন করা যায় না। বধিান ওয়াজবি হওয়ার কারণ পাওয়া গলেও এই প্রতবিন্ধকতার উপস্থতিতে বধিানটি পালন করা শুদ্ধ হবো না।

এই মাসয়ালার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য একটা মাসয়ালো হলো- য়ে ব্যক্তি রমজান মাসে দনিরে বলোয় ইসলাম গ্রহণ করল তাঁর ক্ষত্রে রোজার দায়তিব তার উপর নতুনভাবে বর্তাল।

এ রকম আরো একটা উদাহরণ হল- কোনে নাবালগে যদি রমজান মাসে দনিরে বলোয় সাবালক হয় এবং সয়ে বে-রোজাদার থাকে তবে তার ক্ষত্রেও রোজার দায়তিবটি নতুনভাবে বর্তায়।

তাই য়ে ব্যক্তি দনিরে বলোয় ইসলাম গ্রহণ করছে আমরা তাঁকে বলব: দনিরে বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বরিত থাকা আপনার উপর ওয়াজবি। তবে এ রোজাটি আর কাযা করা আপনার উপর ওয়াজবি নয়।

অনুরূপভাবে রমজান মাসে দনিরে বলোয় য়ে নাবালগে বালগে হয়ছে আমরা তাকে বলব: দনিরে বাকি অংশে রোজা ভঙ্গকারী বিষয়বস্তু থেকে বরিত থাকা তোমরা উপর ওয়াজবি। তবে এ রোজাটি কাযা করা তোমার উপর ওয়াজবি নয়।

কনিতু রমজানরে দনিরে বলোয় য়ে ঋতুবতী নারী পবতি্র হয়ছে তার ক্ষত্রে বধিানটি ভিন্ন। আলমেগণরে ইজমা তথা সর্বসম্মত মত হচ্ছ- তার উপর রোজাটি কাযা করা ওয়াজবি। ঋতুবতী নারী যদি রমজানরে দনিরে বলোয় পবতি্র হয় তাহলে দনিরে বাকি অংশ রোজা ভঙ্গকারী বিষয়াদি থেকে বরিত থাকায় তার কোনেও উপকারে হবো না, এই বরিত থাকাটা রোজা হিসেবে গণ্য হবো না। বরং তাকে রোজাটি কাযা করতে হবো। এ ব্যাপারে আলমেগণ ইজমা করছেন।

এই আলোচনার মাধ্যমে 'নতুন করে ওয়াজবি দায়তিব বর্তানো' ও 'প্রতবিন্ধকতা দূর হওয়া' এর মধ্যে পার্থক্য জানা গলে।



সুতরাং হায়েগ্ৰস্ত নারী রমজানরে দিনরে বলোয় পবতির হওয়ার মাসয়ালাটি 'প্রতবিন্ধকতা দূরীভূত হওয়া' শ্রণীর মাসয়ালা। পক্ষান্তরে কোন শিশুর বালগে হওয়া অথবা প্রশ্নকারীর উল্লেখিত রমজানরে রোজা ফরজ হওয়ার আগে 'আশুরা' দিনরে রোজা ফরজ হওয়া- এর মাসয়ালাটি 'নতুন করে ওয়াজবি দায়তিব বর্তানো' শীর্ষক মাসয়ালা। আল্লাহই তাওফিকি দাতা। ” সমাপ্ত।

[মাজমু ফাতওয়া আশ-শাইখ ইবনে উছাইমীন (১৯/৬০ নং প্রশ্ন)]